চিঠি

মোটরসাইকেলটা সারা পাড়া সচকিত করে বাঁ দিকের সরু পথ বেয়ে ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর সামনে এসে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ড্রয়িংরুমের জানলা দিয়ে মল্লিকা দেখলো আরোহীটি মোটরসাইকেলটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। লোকটির পরনে হালকা নীল স্যুট, চোখে ড্রাইভিং-গ্লাস, মাথায় খয়েরী রঙের পাগড়ি। কালো চাপ দাড়ির মাঝে একটা দু'টো রূপোলী রেখা এতদুর থেকেও চোখে পড়ে, যা একটা আলাদা আভিজাত্যের ছাপ এনে দিয়েছে লোকটির চেহারায়।

সকাল বেলা জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকজনের চেহারা ও বেশবাস দেখার মত অবস্থা নয় মল্লিকার, তবু এ সময়টা রোজই তাকে জানলায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ঠিকে ঝি তারামনি এ ব্লকের আরও তিন বাড়ি কাজ করে। গতরে কুলোয় না বলে প্রায় দিনই এক আধজনের কাজে ফাঁকি দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে যায়। তাই সকাল থেকেই গিন্নীরা সতর্ক প্রহরায় থাকে। দরকার বুঝলে জানলা থেকে জানান দেবে, পলায়নপরা তারামনি সুরসুর করে ফিরে আসবে আবার।

লোকটা চশমা খুলে ব্রিফকেসে রাখলো। ব্রিফকেস থেকে একটা খাম বার করে উল্টে পাল্টে দেখে আবার রেখে দিলো। তারপর দৃঢ়পায়ে এগিয়ে এলো। জানলা থেকে দ্রুত সরে এলো মল্লিকা। হঠাৎ কেমন অসুস্থ বোধ করছে সে। মাথা ঝিম ঝিম করছে, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হ'চ্ছে যেন। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত শাড়িটা ঠিক করে নিলো। পাউডারের পাফ গালে বুলিয়ে ঠোঁটে লিপস্টিকের হালকা প্রলেপ দিলো। কলিং বেলটা বেজে চলেছে কয়েক সেকেণ্ডের ছেদ দিয়ে।

দরজা খুলে তির্যক ভ্রুভঙ্গি করে প্রশ্ন করলো, "ইয়েস?"

আগন্তুক চাপা উত্তেজিত গলায় বললো, "মলি, আমি জিৎ। চিনতে

পারছো না আমায়?"

মল্লিকা চোখে মুখে হাসির ঝিলিক তুলে বলে, "আরে জিৎ ! অর্থাৎ আমাদের গ্রেট পরমজিৎ সিং বেদী ! এসো এসো।"

ড্রয়িংরুমে এনে পরম আদরে বসায় ওকে।

"ইস্ এক যুগ পরে দেখা। কেমন আছ? কোথায় আছ আজকাল? দাঁড়াও আগে একটু কফি বানিয়ে আনি। তারপর সব কথা হ'বে।"

পাশেই ছোট্ট রান্নাঘর। গ্যাসে দুধ ও জল চাপিয়ে ট্রেতে কাপ সাজালো। প্লেটে নোনতা বিস্কুট। রান্নাঘর থেকে ড্রয়িংরুমের একাংশ দেখতে পাচ্ছে মল্লিকা। পরমজিৎ ব্রিফকেস খুলে খামটা বার করে নেড়েচেড়ে আবার ব্রিফকেসে রেখে দিলো। মল্লিকা ট্রে এনে সামনের টেবিলের উপর রাখলো।

গরম কফিতে একটা চুমুক দিয়ে পরমজিৎ গম্ভীর গলায় বললো, "আমায় দেখে নিশ্চয় খুশি হওনি তুমি!"

কৌতুকে ঝলমলিয়ে উঠলো মল্লিকা, "খুশি হইনি মানে? জানো ক'দিন থেকে কি ভীষণ তোমার কথা মনে হ'চ্ছিল ! আর দ্যাখো তুমি ঠিক চলে এলে। একেই বলে টেলিপ্যাথি ----।"

পরমজিৎ কৈফিয়তের সুরে বলতে থাকে, "দিল্লীতে একটা কাজ পড়ে গেলো। বিক্রমের সঙ্গে দেখা। জানো তো বিক্রম ন্যান্সিকে বিয়ে করেছে শেষ পর্যন্ত। কেউ ঠেকাতে পারেনি ওদের। ওদের কাছেই শুনলাম তুমি নাকি এখানে আছ। যদিও ওদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখোনি। ---- ইচ্ছে হ'ল একবার নিজের চোখে তোমার সুখের ঘরকন্না দেখে যাই ----।"

পরমজিতের দু'চোখ জ্বলে ওঠে হঠাৎ। মল্লিকা স্থির চোখে ওর দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসে।

তারপর বলে, "তুমি একটুও বদলাওনি জিৎ। এখনও সেইরকম পাগলই রয়ে গেলে। যাক এখন রাগ ছেড়ে নিজের কথা বলো। কি করছিলে এত বছর?"

জিৎ বিদ্রূপের হাসি হেসে বললো, "শুনতে চাও? শোনো তবে।

গোড়ার থেকেই শোনো। বে-জাতের সঙ্গে মেয়ের মাখামাখির খবর পেয়ে তার বাবা মা তো তুলকালাম বাধিয়ে বসলো। বাড়িতে আটক রাখলো তাকে। কিন্তু মেয়েও কম যায় না। ওরই মধ্যে লুকিয়ে চিঠি পাঠালো, 'তুমি ভেবো না। আমি তোমারই। কার সাধ্য এ জীবনে আমাদের দূরে রাখে। তুমি সব ব্যবস্থা করে রাখো, আমি এদের চোখে ধূলো দিয়ে যেমন করে হোক আসবোই। রেজিষ্ট্রিটা একবার হয়ে গেলে তারপর আর লুকোচুরির দরকার হ'বে না আমাদের ----।' বোকা ছেলেটা সব জোগাড় যন্তর করে বসে আছে পথ চেয়ে। দিন যায়, সপ্তাহ যায়। হঠাৎ খবর পেলো পাখী উড়ে গেছে। বাঙালী মেয়ে তার বাবা মা'র সঙ্গে ট্রেনে চেপে কোলকাতা চলে গেছে কবে। তারপর যথাসময়ে সিঁথি ভরে সিঁদূর পরে আরেক জনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে ----।"

"সে তো দশ বছরের পুরোনো খবর মশাই ! এখনও রাগ পুষে রাখে নাকি?"

ওর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে মল্লিকা ।

পরমজিৎ গোঁজ হয়ে বলে, "দশবছর কি ক'বছর হিসেব নেই আমার। যখনই সে কথা ভাবি নতুন করে খুন চড়ে যায় মাথায়।"

মল্লিকা বাৎসল্যের সুরে বলে, "জিৎ, তোমার মনে আঘাত দেওয়ার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। জানি আমার অপরাধের সীমা নেই। কিন্তু আঘাত তুমি পেতেই। সেদিন যদি সত্যি তোমার সঙ্গে বেরিয়ে যেতাম তবুও সুখী হ'তে না তুমি ----।"

জিৎ কিছু বলতে যাচ্ছিল।

তাকে বাধা দিয়ে মল্লিকা বলে চললো, "আমার কথা শেষ করতে দাও। জানি তুমি বলবে আমরা নিশ্চয়ই সুখী হ'তাম কারণ আমাদের মধ্যে প্রেম ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সত্যি ছিল কি? আমরা যাকে 'সত্যি' বলে দাবী করি সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের ধারণা মাত্র। আমি সত্যি বলে যেটা জানি সেটার সত্যতা আমার জানার উপর নির্ভর করে না। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন স্বচক্ষে দেখেছে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। তারা সেটাই ধ্রুব সত্য বলে জেনে এসেছে। অথচ আমরা জানি যে ওদের জানাটা ভুল, ওদের সত্যিটা মিথ্যে ছিল। সেইরকম দশবছর আগে যেগুলোকে সত্যি ভাবতাম তার

অনেক কিছুই ভ্রান্ত বলে জেনেছি পরে। সেদিন নিজের সম্বন্ধেও কতকগুলো ভুল ধারনা ছিল।

"জিৎ, তুমি হয়তো জানো না, ছোটবেলা থেকে আমি ভীষণ ভাবুক ছিলাম। সাধারণ ছোটখাটো ঘটনাকে আমি কল্পনা দিয়ে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে উপন্যাস করে তুলতাম। সব কিছুর একটা বাড়তি dimension দেখতে পেতাম আমি। মানুষের বেলাতেও তাই। কোন কোন লোক আমায় দারুণভাবে টানতো। ভুল বুঝো না। এটা আমার চরিত্রের দোষ নয়। আসলে আমি শিল্পীর মন নিয়ে জন্মেছি। হ্যাঁ, কলেজ ম্যাগাজিনে আমার দু'চারটে গল্প ছেপেছিল তুমি জানো। সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়। কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সেটা তখন বুঝিনি আমি। এক এক জনের চরিত্র আমায় যেন যাদু করতো, কিছুতেই ভুলতে পারতাম না তাদের। তাদের চিন্তা অহোরাত্র প্রেতের মত পিছু করতো আমায়। তখন ভাবতাম এ বুঝি ভালবাসা। কিন্তু তবে এত জনে আকর্ষণ করবে কেন আমায় ! দারুণ অস্বস্তি ও আত্মগ্লানিতে ভুগতাম আমি। মনকে চোখ রাঙিয়ে বাগে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতাম কিন্তু তা আমার সাধ্যের বাইরে ছিল। যারা আমায় টেনেছিল তুমি তাদের মধ্যে একজন।

"আমি জোর করে মনকে বুঝিয়েছিলাম ---- এই হ'ল প্রেম এবং এ একমেবাদ্বিতীয়ম্। ---- এখনও সেই একই ভাবে নানা চরিত্র আকর্ষণ করে চলেছে আমায়। এখন বুঝি, ওরা শিল্পীর কলমের ছোঁয়ায় অমরত্ব চায়, তার নারীত্বের প্রতি এতটুকু মোহ নেই ওদের। জানো জিৎ, এতবছর পরে আমি জেনেছি আমার পক্ষে সাধারণ মেয়েদের মত করে ভালবাসা সম্ভব নয়, হয়তো কোনদিনই সম্ভব ছিল না। সেদিনও হয়তো লেখিকা-আমি'র সৃষ্ট কাহিনীতে অভিনয় করে যাচ্ছিলাম মানবী-আমি। সেই দ্বন্দ থেকে মুক্তি পেলাম যেদিন খাতা কলম নিয়ে বসলাম। ওঝারা যেমন ভূত ছাড়ায় তেমনি একটি একটি করে চরিত্রকে আমার লেখায় বন্দী করে তাদের স্মৃতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম আমি----।"

মল্লিকা উঠে বুক কেস থেকে একগোছা মাসিক পত্রিকা টেনে বার করলো, গোটা দুয়েক শারদীয়।

পাতা খুলে সেগুলো পরমজিতের সামনে এক এক করে মেলে ধরে বললো, "এই দ্যাখো, এই যে। আর এইটাও। তুমি তো বাংলা শিখবে বলেছিলে। পড়ে দ্যাখো ----।"

পরমজিৎ হতাশ মুখে বলে, "কোথায় আর শিখলাম ! তোমার কাছেই শেখার কথা ছিল। দ্বিতীয় ভাগের গোড়াতেই তো কেটে পড়লে তুমি। এতবছরে সেটুকুও ভুলে মেরেছি ----।"

মল্লিকা নিরাশ হয়ে বললো, "তাহ'লে তো আমার একটাও লেখা পড়োনি তুমি! জানো, আজকাল কত নাম আমার। অবশ্য ঠিক আমার নাম নয়, নাম 'সাগরিকা'র। ওই নামেই লিখি আমি ----। কিন্তু এতদিন শুধু ম্যাগাজিনে ছেপেছে। এবার একটা বড় নভেল লিখেছি তোমার আর আমার কথা নিয়ে। পাব্‌লিশাররা কবে থেকে তাগাদা দিচ্ছে। সব রেডি, শুধু একটি জায়গায় আটকে আছে। তুমি শুনলে হাসবে, জিৎ। বিশ্বাস করো, সেই চিঠিটা কিছুতেই লিখতে পারছি না আমি। একটার পর একটা লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি। কোনটাই আসল চিঠির মত হয় না। অথচ সেটাও তো আমিই লিখেছিলাম, কথাগুলোও মোটামুটি মনে আছে। তবু কি একটা হারিয়ে গেছে যেন ----।"

পরমজিৎ নিঃশব্দে ব্রিফকেস খুলে খামটা বার করে টেবিলের উপর রাখলো।

মল্লিকা সেটা হাতে নিয়ে বললো, "একেই বলে টেলিপ্যাথি। আজই পাব্‌লিশারকে কনট্যাক্ট করবো। ও, হ্যাঁ, তোমার ঠিকানাটা দিতে ভুলো না। একটা কমপ্লিমেণ্টারী কপি পাঠাবো তোমায়। পড়তে না পারলেও তোমারই গল্প ওটা----"

পরমজিৎ মোটরসাইকেলটা টেনে রাস্তায় এনে স্টার্ট করলো। তারপর মল্লিকাদের ফ্ল্যাটের দিকে একবারও না তাকিয়ে সিটে উঠে বসলো। মুহূর্তে দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে গেল। বড় রাস্তায় যান বাহনের ভিড়ে হারিয়ে যেতে যেতে আজ সকালের কথাগুলো মনে আসতে লাগলো বারে বারে। এ রকমটা হ'বে ভাবেনি। জীবনের ঘাটে বহু দাগা খেয়ে তিক্ত আহত মন নিয়ে ওখানে গেছিল সে। ভেবেছিল শুধু সে একা ভুগবে কেন সারাজীবন, মল্লিকার সুখের সৌধটাও গুঁড়িয়ে দেবে। ওকে টেনে আনবে, কাছে না হ'লেও অন্তত সমবস্থায়। অথচ শেষপর্যন্ত চিঠিটা মল্লিকার স্বামীর হাতে না দিয়ে মল্লিকার হাতেই তুলে দিয়ে এলো ----।

পরমজিৎ যেতেই দ্রুতপায়ে ড্রয়িংরুমে ফিরে এলো মল্লিকা। চিঠিটা হাতে নিয়ে আদ্যোপান্ত পড়লো। তারপর সেটাকে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে বাইরের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এলো। এতক্ষণে যেন আবার স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছে সে ----। পরমজিতকে মিথ্যে কথা বলেছে মল্লিকা। কলেজ ম্যাগাজিনের গল্পগুলোর সঙ্গেই তার সাহিত্য সাধনার ইতি ঘটেছে। আজকের মল্লিকা পুরোপুরি গৃহিনী।